



শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতারুজ্জামান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রবীণ অধ্যাপক ড. ম. আখতারুজ্জামান গত ২ ডিসেম্বর, ২০১০ বৃহস্পতিবার বিকেলে বারডেম হাসপাতাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণকারী এই বিজ্ঞানী গত কয়েক বছর ধরে জটিল রোগে ভুগছিলেন, কিন্তু এই ব্যাধিসমূহ তাঁকে তাঁর কর্মসাধনা ও লেখালেখি থেকে বিরত করতে পারেনি। জীবনের শেষ সময়গুলো তিনি শিক্ষা-গবেষণাসহ লেখালেখির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৯৫৩ সালে বরিশাল বিএম কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করে সেই কলেজেই বেশ কিছুদিন ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে এমএসসি অর্জন করেছিলেন এবং ঢাকায় নটরডেম কলেজে উদ্ভিদবিদ্যায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এর পর যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা স্থানীয় নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬৭ সালে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল: 'Cytogenetics of thirteen Gamma-ray induced Reciprocal translocations in Collinsia heterophylla' দেশে ফিরে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং নানা স্তর পেরিয়ে ১৯৮১ সালে বিভাগে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ছিলেন নির্বাচিত সিনেট সদস্য একাধিকবার- যেখানে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। সমাজসচেতন এই শিক্ষাবিদ কেবল শ্রেণীকক্ষে বা গবেষণাগারে আবদ্ধ থাকেননি, শিক্ষকতা জীবনের প্রথম থেকেই একজন রাজনীতি ও সমাজসচেতন ব্যক্তি হিসেবে দেশের ভাষা আন্দোলনসহ সকল প্রগতিশীল ও বামপন্থী

আন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। শিক্ষক পেশায় নিয়োজিত মানুষদের নানা সমস্যা ও শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। শিক্ষা ও শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ও শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে আশির দশকে গড়ে তুলেছিলেন 'বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' (বাকবিশিস)। তিনি দীর্ঘদিন এর সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। কুদরাত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সংগঠনটি সে সময় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তিনি বরাবরই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে এর কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্যা হয়েছিলেন। আবার ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কমিউনিস্ট পার্টির অবলুপ্তিতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও খুব একটা সক্রিয় ছিলেন না রাজনীতিতে। বস্তুত তিনি নিজেকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় ও লেখালেখির কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রেখেছিলেন।

ড. জামান ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী। এর নানা শাখায় তিনি যে তাৎপর্যময় অবদান রেখেছিলেন- ৬০টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশই তার নির্দেশক। তিনি বাংলাদেশে সাইটোজেনেটিক্স বিদ্যায় গবেষণা ও শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে 'সাইটোজেনেটিক্স গবেষণাগার' গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে ছিল আধুনিক গবেষণা-উপযোগী সুবিধা ও পরিবেশ। এই গবেষণাগার থেকে তাঁর তত্ত্ববধানে বেশ কিছুসংখ্যক এম ফিল ও পিএইচডি ছাত্র-ছাত্রী বের হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিবর্তনবাদ, জেনেটিক্স ও সাইটোলজি শৃঙ্খলাগুলো পড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন, এজন্য তাঁকে নানা মহল থেকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ড. জামান মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে সবসময় ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তাঁর রচিত কয়েকটি পুস্তকের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি:

১. সরল জীববিজ্ঞান
২. উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান-
৩. কোষবিদ্যা (সাইটোলজি)
৪. বংশগতিবিদ্যা (জেনেটিক্স)
৫. কোষ-বংশগতিবিদ্যা (সাইটোজেনেটিক্স)
৬. বিবর্তনবিদ্যা (এভোলিউশন)

একাডেমিক ও গবেষণায় সার্বিক অবদানের জন্য ড. জামানকে ইউনেস্কো পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং ১৯৯৮ সালে জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিবর্তন শিরোনামে পুস্তকটিকে শ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে পুরস্কৃত করে।

অজয় রায়